দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 DEC 1996
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

ক্যাম্পাসে আবার হত্যাকাণ্ড

রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন ছাত্র আততায়ীর গুলিতে অপঘাত মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার কোন মিছিল–মিটিং নয়, সূর্যসেন হলের ৩৬৯ নং কক্ষে বসে কথা বলার সময় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র আলমগীর কবির লিটন (২৪) আকস্মিক গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। গুলিটি সরাসরি তার মাথায় লাগে এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। লিটনের বন্ধু–বান্ধবেরা জানিয়েছেন, তিনি কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তা হলে এমন কি ঘটল, যার জন্য হলে বসেই তাকে প্রাণ দিতে হল?

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর অপঘাত মৃত্যু নতুন ঘটনা নয়। এই কিছু দিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক কৃতি ছাত্র আরিফ আহমেদ দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন। তার আগে বিভিন্ন সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ দিয়েছে আরও বহু তরুণ। পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোন অভিভাবকই তার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারছেন না। প্রত্যেকেই ভাবছেন সন্তান ফিরবে, না কি ফিরবে তার লাশ।

এই অসহনীয় অবস্থা নিরসনের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়েকে চিরদিনের জন্য অস্ত্রমুক্ত করে তোলার জন্য, সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা বার বার লিখেছি, বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তাতে খুব একটা ফায়দা হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতশান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও অস্ত্রধারীদের অবাধ বিচরণ অব্যাহতই রয়েছে।

এই অস্ত্রধারীদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে বার বার বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার বার পরীক্ষা পিছিয়েছে, বার বার সেশন জটের ফাঁকে আবদ্ধ হয়ে গেছে তরুণ সমাজ। সেশন জটে অভি–ভাবকদের নাভিশ্বাস উঠেছে, জাতির কর্মীবাহিনী কর্মক্ষেত্রে যোগদানের বয়স হারিয়েছে, আঠার বছরে জাতির ছয় লক্ষ কর্মবছর অপচয় ঘটেছে শিক্ষাঙ্গনে। কিন্তু ক্যাম্পাসে আর কত অপঘাত মৃত্যু, আর কত সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালু থাকবে? আমরা চাই, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিত হোক, আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা নিয়োজিত থাক অধ্যয়নেই, তাদের হাতে উঠে না আসুক বন্দুক, বোমা, পিস্তল। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকসমাজ, অভিভাবক সমাজ, ছাত্রসমাজ অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যেভাবেই হোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও নিরপেক্ষ ও দৃঢ় ভূমিকার প্রয়োজন আছে। যে–কোন মূল্যেই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতেই হবে, বন্ধ করতে হবে ক্যাম্পাসে হানাহানি, সেখানে নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার সুশৃংখল পরিবেশ।

আমরা আলমগীর কবির লিটনের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা এবং পুনরায় কামনা করি, যেন এভাবে আর একটি মৃত্যুর ঘটনাও না ঘটে ক্যাম্পাসে, যেন আর কখনও সৃষ্টি না হয় এই শোকের পরিবেশ।